মেট্রোপোলিটান পিকচার্সের নিবেদন **অবধূতের :**

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নিবেদন

'অবদূত' বিরচিত কাহিনী অবলম্বনে

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

প্রযোজনা—**বি, এল, খেমকা**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**নির্মল দে**

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ **নচিকেতা ঘোষ**

আলোকচিত্র—দেওজী ভাই
শব্দগ্রহণ—সুশীল সরকার
সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি, নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য
শিল্প-নির্দেশনা—সুনীল সরকার
গীতিকার—পবিত্র মিত্র
কর্মসচিব—সময় ঘোষ
ব্যবস্থাপনা—মলয় কর
রূপসজ্জা—নিতাই সরকার
সাজসজ্জা—শের আলী
স্থিরচিত্র—এড্‌না লরেঞ্জ
প্রচার পরিকল্পনা—ক্যাপস্‌
যন্ত্র সংগীতে—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

সংগীতানুলেখন—শ্যামসুন্দর ঘোষ ও দুর্গাদাস মিত্র

॥ শ্রেষ্ঠাংশে ॥

ছবি বিশ্বাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশু-তারকা বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ

প্রেমাংশু বসু, অনিল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, তপতী ঘোষ, আশা দেবী, সুব্রতা সেন, কৃষ্ণা সিংহ, চন্দ্রশেখর দে, ধীরাজ দাস, শৈলেন মুখোঃ, অমূল্য সান্যাল, প্রফুল্ল চক্রঃ (মাউথ অর্গান), চণ্ডী চক্রঃ (এ্যাঃ), তারক বাগচী, রতন বন্দ্যোঃ, বলরাম বন্দ্যোঃ, সুবলদত্ত ও আরো অনেকে

কণ্ঠ-সংগীতে ঃ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায়—দিলীপ দে চৌধুরী, বিবেক বক্সী
সংগীত পরিচালনায়—জানকী দত্ত, জয়ন্ত শেঠ
আলোকচিত্রে—সত্য রায়, পঙ্কজ দাস, বি, লাল
শব্দগ্রহণে—ইন্দু অধিকারী, বিমল চক্রবর্তী
শিল্প-নির্দেশনায়—অনিল দে
রূপসজ্জায়—পরেশ দাস
ব্যবস্থাপনায়—সুনীল রাম
আলোক-সম্পাতে—সতীশ হালদার
রেজাক, দুখী নস্কর,
মদন সেন
পটশিল্পী—কবি দাশগুপ্ত
কারুশিল্পী—বজরংগী, পঙ্কু, কেশব

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

জি, কে, স্পোর্টস্‌, জীবনলাল (১৯২৯) লিঃ, ইওমিড্‌ এ্যাকোয়ারিয়াম

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত ও

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (প্রাঃ) লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা—শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

বিলেনিয়ার প্রহ্লাদ বোস—সকলে ডাকে তাকে পরাশর বলে। পরাশরের চরিত্রে অভিনয়ের পর থেকে এই নামটি অর্জন করেছে প্রহ্লাদ।

বৌ আর মেয়েকে গ্রামে রেখে প্রহ্লাদ কলকাতায় এসেছিল উপার্জ্জনের আশায়। কিন্তু শহরে চেনে কে তাকে যে চাকরী দেবে? ব্যর্থ হয়ে ফেরে যাত্রা ও থিয়েটার-ঘরের দরজায়-দরজায়। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক চিত্র পরিচালকের কাছে হাজির হয় প্রহ্লাদ। তাঁরই সুপারিশে প্রহ্লাদ এক জলসায় হাস্যকৌতুক করার সুযোগ পায়। যাত্রা থিয়েটারে ভারী ভারী পার্ট করা থাকলেও প্রহ্লাদ জীবনে কোনদিন হাস্য-কৌতুক করেনি। জলসায় প্রহ্লাদ দর্শকদের প্রচুর হাসির খোরাক জোগায়। রাতারাতি নামও হয় প্রহ্লাদের। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জলসায় হাস্যকৌতুককরার ডাক আসতে থাকে।

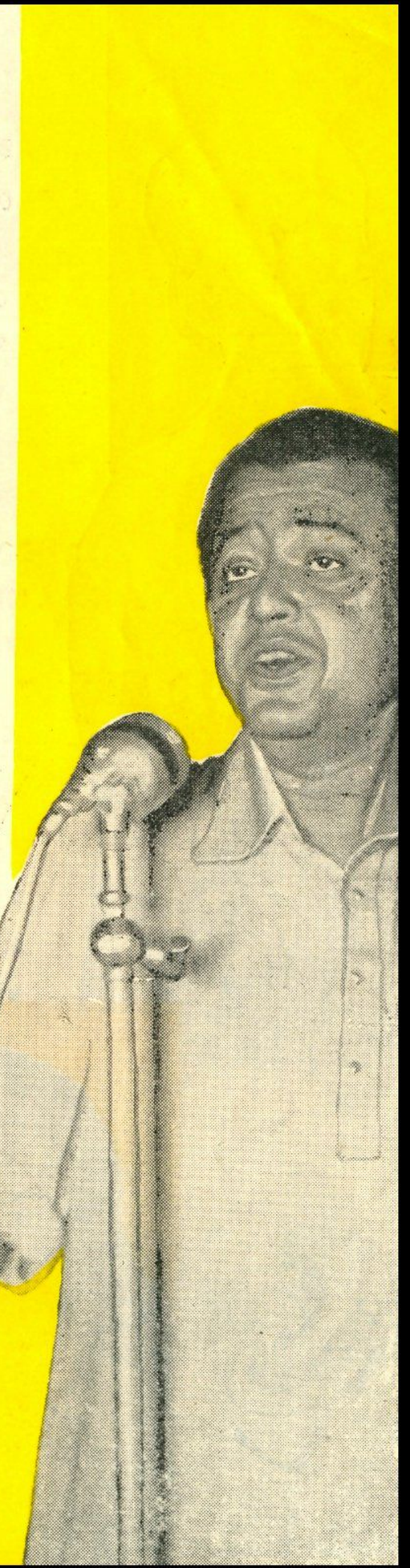

কাহিনী

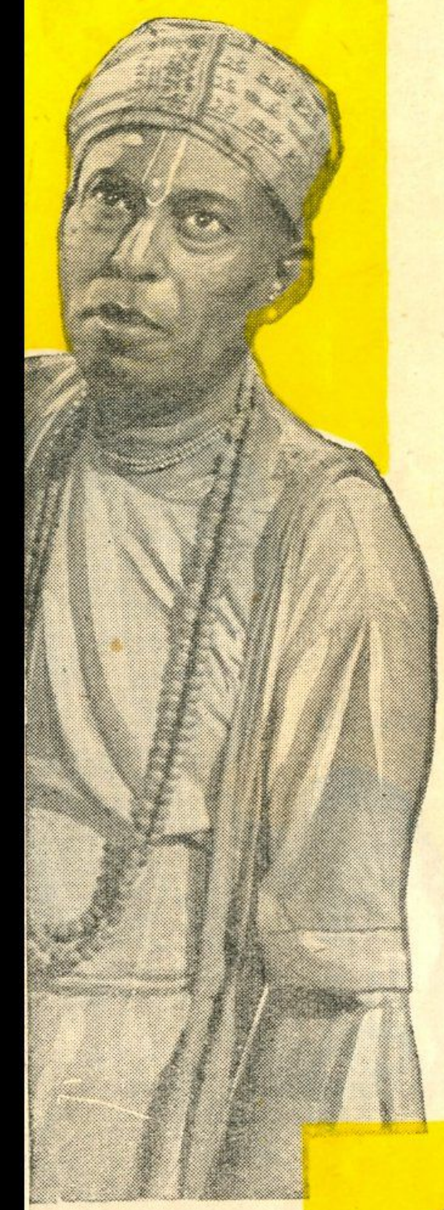

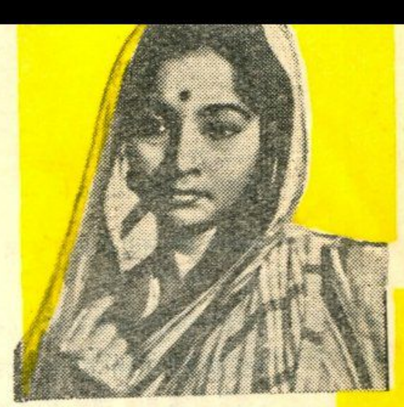

দেখতে দেখতে কয়েকমাস কেটে যায়। কৌতুকাভিনেতা হিসাবে প্রহ্লাদের জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ভাগ্যের চাকা যখন ঘুরেছে তখন একটি বাসা ভাড়া করে গ্রাম থেকে মেয়ে বৌকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে প্রহ্লাদ।

যেদিন সে মেয়ে-বৌ আনতে যাবে, সেদিন সংবাদপত্র খুলে দেখে বন্যার তাণ্ডবে ভেসে গেছে দেশ। প্রচণ্ড ঝড় ও জলে সেখানকার ব্যাপক এলাকা জুড়ে উঠেছে হাহাকার রব। সাতদিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও কোন খোঁজ পায় না প্রহ্লাদ মেয়ে বৌ'এর। বিপর্য্যস্ত ও সর্বস্বান্ত হ'য়ে ফিরে আসে শহরে।

প্রহ্লাদ হাস্যরসিক। তাই প্রহ্লাদ জানে বেঁচে থাকাটাই হাসি, কেবল একরাশ হাসি। জীবনের দুঃখটাকে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে মেতে ওঠে সে। লোককে সে জানাতে চায় তার জীবনে দুঃখ নেই, শোক নেই, নৈরাশ্য নেই, ব্যর্থতা নেই। জীবনের চরম এই বেদনাময় মুহূর্ত্তে প্রহ্লাদ সারা দেশে হাসির তুফান ছুটিয়ে দেয়।

··· ছ' বছর কেটে গিয়েছে। প্রহ্লাদ বোস, পরাশর বোসে রূপান্তরলাভ করেছে। নাম হয়েছে, বাড়ী হয়েছে, গাড়ী হয়েছে, সব চাইতে বেশী হয়েছে প্রতিপত্তি। তবু মন আনন্দে খুশীতে ভরে ওঠে না। যারা থাকলে মন আনন্দে খুশীতে ভরে উঠতো তারাই যে নেই।

এক জলসায় এক বাউল ও তার বোষ্টমী একটি ফুটফুটে মেয়েকে নিয়ে হাজির হয় প্রহ্লাদ-এর সামনে। জানা যায় মেয়েটি প্রহ্লাদেরই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। বন্যার রাত্রে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিল গ্রামের বাউল ও বোষ্টমীর চেষ্টায়। তারপর এই দীর্ঘদিন ওদের সঙ্গেই সে পথে পথে ঘুরেছে।

প্রহ্লাদ ফিরে চায় মেয়েকে, কিন্তু রাধা কিছুতেই যাবে না বাউল-বোষ্টমীকে ছেড়ে। পিতৃত্বের অধিকারে প্রহ্লাদ জোর করে ধরে রাখে মেয়েকে, প্রাণপণ চেষ্টা করে মেয়েকে আপন করে নিতে, কিন্তু কিছুতেই মেয়ের কাছে পিতৃত্বের স্বীকৃতি পায় না।

বুঝতে পারে মুক্ত আকাশের পাখী সোনার খাঁচায় বন্দী হতে চায় না।

বিচিত্র জগতের বিচিত্র এই মানুষ।

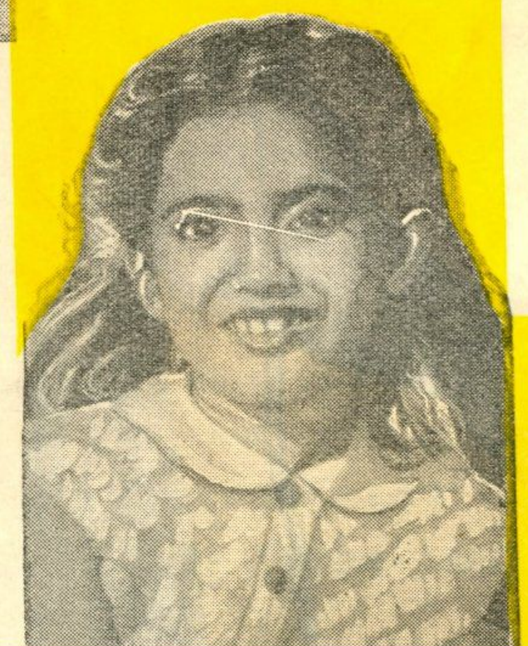

একদিন প্রয়োজনের তাগিদে প্রহ্লাদ মিলিয়ে গিয়েছিল পরাশরে, আজ আবার প্রাণের তাগিদে পরাশর মিলিয়ে গেল বিরাট জনারন্যে।

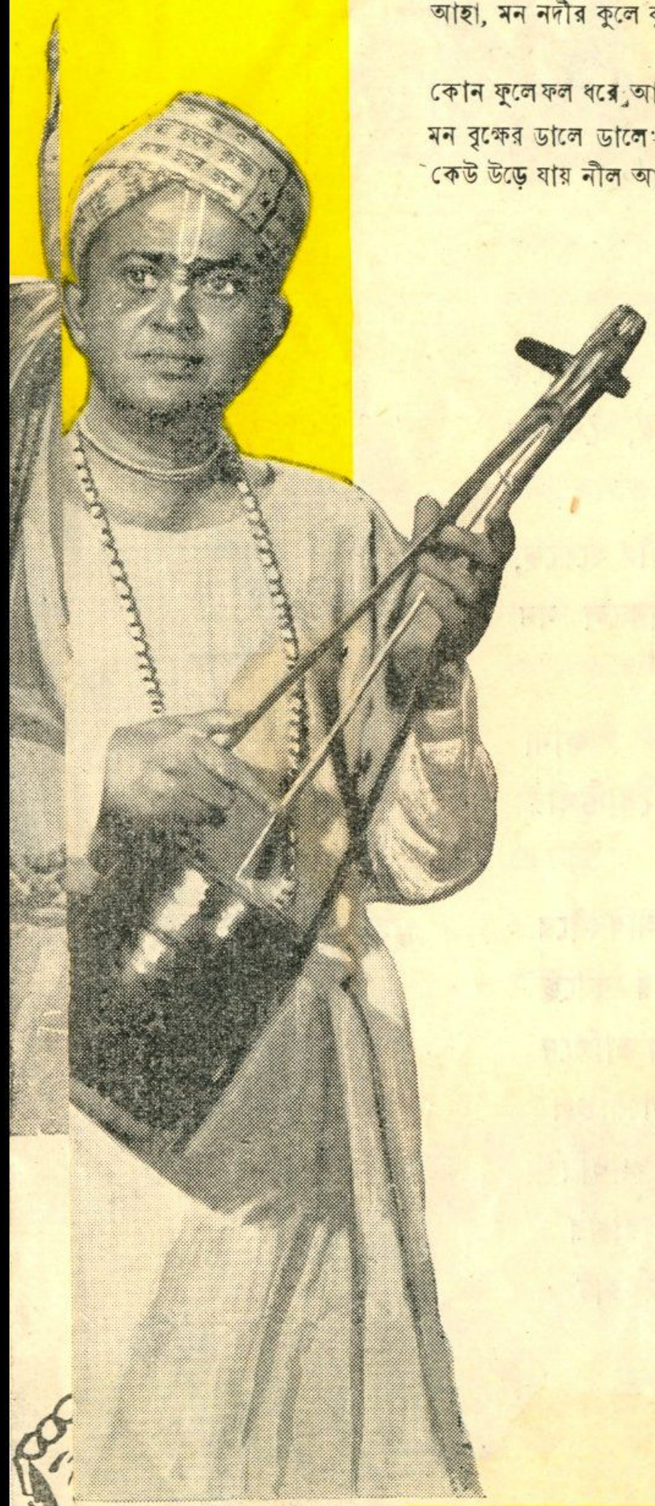

(১)

আহা, মন নদীর কুলে কুলে ফুল ফোটে, ভাই
ভাই মাসে মাসে
কোন ফুলে ফল ধরে, আর কেউ বা ঝরে, নৈরাশে।
মন বৃক্ষের ডালে ডালে কতো পাখী আসে যায়
কেউ উড়ে যায় নীল আকাশে কেউ বান্ধা
মন-পিঞ্জিরায়।

হৃদয়ের একতারাতে দুঃখ-সুখের সুর বাজে
কেউ ভাসে তার সুখের স্রোতে নয়ন ধারায়
কেউ ভাসে রে।
মন নদী রে হায়, মন নদী রে॥

নীল যমুনার তীরে তীরে প্রেমের বাঁশী করে গুন্
করে গুন্ করে গুন্
ডাক শুনে ওপারে গেলে এপারে লাগে আগুন।
সেই আগুনে পুইড়্যা হায় গো সোনার অঙ্গ
হলো ছাই
কৃষ্ণ কালোয় কলঙ্কিনী তবু যে সাধ মেটে নাই
কালোর কালি অঙ্গে ল'য়ে যোগিনী হয়েছে রাই
দুই ময়নে খুঁইজ্যা মরে বলো ওগো কার
আশে রে।
মন নদী রে হায়, মন নদী রে॥

(২)

চলিতে চলিতে কে যেন গেয়ে যায়—
ফাল্গুন বনছায় তুমি আমার—
অশোকে—পলাশে তারি সুর লেগেছে
এ মধু সন্ধ্যায় তুমি আমার॥

তাই যে হৃদয়ে মোর আবেশ জাগে
কে যেন পরশ দিলো যাবার আগে
কিছু তার চেনা আর কিছু অচেনায়—
বুঝি তার সাড়া পায়—তুমি আমার॥

মাধবী মুকুলে কোন মধুর খেলা
বকুল গন্ধে ভরে ব্যাকুল বেলা
কিছু তার সুখে আর কিছু বেদনায়—
বেলা তার ব'য়ে যায়—তুমি আমার॥

গান

(৩)

কাঁন্দিলাম— আমি কাঁন্দিলাম আমার
সোনা বন্ধুর লাগিয়া
এই টুপুস্ কি টাপুস্ কি টুপুস্ করিয়া।

আষাঢ়িয়া ভরা নদী করে ছলোছল
তেমনি মনের ব্যথা করে টলোমল
পরাণ বান্ধিতে চাহি পড়ে যে ভাঙ্গিয়া॥

সেদিন প্রভাতকালে গেল পরবাস
দিন গেল, রাত্রি গেল, গেল বারো মাস
গেল যদি কেন বন্ধু না গেল কহিয়া।

(৪)

গোপালে সাজায়ে দে মা যশোমতী
গোপালে দে না গো সাজায়ে
শিখিচূড়া দিয়ে কনককুণ্ডলে
নূপুর চরণে বাজায়ে।

মোরা, তোমার নিকট শপথ করি
আনিয়া দেবো গো ব্রজের শ্রীহরি
গোধূলির সাথে ফিরিবে সে ঘরে
সাঁঝের শীতল ছায়ে॥

সে যে মোদের রাখাল রাজা—
মালতীর মালা গলে, চন্দনের বিন্দু ভালে
আহা, যেমন তারে মানায় ভালো
তেমনি করে তুই মা সাজা।

মোরা, আগে আর পিছে রহিব যে সাথে
পথের কণ্টক তুলে লবো হাতে
এতো করে বলি তবু তো বোঝ না
কতো আর বলি বোঝায়ে॥

(৫)

এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার কালো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ।
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙ্গের বেশ
তাহার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ॥

এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার ধলো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ।
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস
তাহার অধিক কন্যে তোমার হাতের শঙ্খ॥

এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার রাঙ্গা দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ
জবা রাঙ্গা, করবী রাঙ্গা, রাঙ্গ কুসুম ফুল
তাহার অধিক রাঙ্গা কন্যে সিঁথির সিঁদুর॥

এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ।
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল
তাহার অধিক তিতো কন্যে বোন সতীনের ঘর॥

(৬)

দয়াল রে, ও দয়াল—
পিঞ্জিরা বানাইলাম আশায় যতন করিয়া রে—
সাধের পঙ্খীরে আমি রাখিব বান্ধিয়া রে।
সে যে, ক'য় না কথা—দেয় না ধরা
দূরে দূরে র'য়
সোনার শিকলে বান্ধা
তবু কাছে নয়—
কি জানি কখন হায় রে যাইবে উড়িয়া রে॥

দয়াল রে,
এমন কঠিনকালে বল করি কি যে
পঙ্খীরে বান্ধিতে গিয়া বন্দী হইলাম নিজে।
সে যে, মন বোঝে না—প্রাণ বোঝে না
ইতি-উতি চায়
মন বুঝি তার ওড়ে হায় রে
ওই আকাশের গায়—
তাহারে ধরিতে আমি মরি যে কাঁন্দিয়া রে॥

মুক্তি আসন্ন..

দেবর্ষি
নারদের সংসার
প্রযোজনা • হীরেন বসু

সরোজ মুখার্জির প্রযোজনায়
রহস্য-রস-ঘন চিত্র
রাতের অন্ধকারে
চিত্রনাট্য • প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষের বিখ্যাত উপন্যাস
কিনু-গোয়ালার গলি
চিত্রনাট্য • ও. সি. গাঙ্গুলী

পরিচালনা • ও. সি. গাঙ্গুলী * সুনীল ব্যানার্জী

পরিবেশনায় • শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিঃ

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।